দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 JUN 2008 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ভোকেশনাল এডুকেশনের জন্য বাজেটে অর্থ মঞ্জুরির আবেদন

২০০৮-২০০৯ আর্থিক বছরের বাজেটকে কেউ বলেছেন 'বিশাল বাজেট', কেউ বলেছেন 'বাস্তবতা বর্জিত কল্পনা বিলাসী বাজেট', কেউ বলেছেন 'বিনিয়োগ বান্ধব বাজেট', কেউ বলেছেন 'স্বপ্নের বাজেট', কেউ বলেছেন 'জনতুষ্টিমূলক বেপরোয়া বাজেট', কেউ বলেছেন 'ব্যবসায় বান্ধব', কেউ বলেছেন 'সঠিক বাজেট', আবার কেউ বলেছেন 'অনধিকার চর্চামূলক বাজেট'। কিন্তু আমরা যারা ভেতো বাঙালি এবং রাজনীতি করি না তারা বিশ্বব্যাপী খাদ্যাভাবের প্রেক্ষাপটে একে দেখি দেশকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টার বাজেট'। যেহেতু এই বাজেটে খাদ্য উৎপাদন ও সংগ্রহের দিকে বেশি নজর দেয়া হয়েছে।

এ বাজেটের মানব সম্পদ উন্নয়ন অংশের ১৩৬ অনুচ্ছেদে যেসব উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই সেই সব উপজেলায় একটি করে মোট ৬৩টি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং ১৩৭ অনুচ্ছেদে ১২১টি উপজেলার ছাত্রী উপবৃত্তির পাশাপাশি দরিদ্র ছাত্রদের জন্যও উপবৃত্তি প্রদানের মহতি ঘোষণাকে আমরা মোবারকবাদ জানাই। ১৩৮ অনুচ্ছেদে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ২-৩ শতাংশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অধ্যয়ন করছে এটুকু স্বীকার করে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে দেশের যুব শক্তিকে অধিক হারে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা হচ্ছে। একথা বলে চলে যাওয়া হয়েছে জেন্ডার বৈষম্যের দিকে। এখানে বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিরাজমান বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার একটি বড় সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। এতে হতাশ হয়েছি।

বিগত সরকার প্রতিটি থানায় ৩/৪টি করে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভোকেশনাল এডুকেশন তথা বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা শাখা চালু করেছেন। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের যথার্থ অনুমোদন সাপেক্ষে এবং তৎকালীন শিক্ষা প্রশাসনের সরকারি কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে এই সব বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সারা দেশে বিভিন্ন ট্রেডে বেশ কয়েক হাজার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ভোকেশনাল এডুকেশন-এর শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করা হয়নি। বিগত ৪/৫ বছর ধরে এইসব নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রায় বিনা বেতনে কাজ করে চলেছেন। এই আশায় যে সরকার এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যখন তাদের নিয়োগ দিয়েছেন এমপিও নিশ্চয় একদিন হবেই। প্রতি বছর এইসব ভোকেশনাল শাখা থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে এবং ভালোভাবে পাসও করছে। অথচ দুঃখের বিষয় এই বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিগত এবং বর্তমান বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভোকেশনাল এডুকেশন বন্ধ হতে বসেছে। অতএব আইনানুগভাবে চালুকৃত, ও নিয়োগকৃত ভোকেশনাল শাখা টিকিয়ে রাখার জন্য সংশোধিত বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে অর্থ মঞ্জুরীর জন্য উর্ধ্বতন মহলের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

মো. মকবুল হোসেন,
১৩৬৬/১/২ পূর্ব শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬